২০-২-২০১৪

ভ্রান্ত সহানুভূতি

অরুণ জেটলি , রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

গত কয়েক দশক ধরে বেশ কিছু দেশ মৃত্যুদণ্ড রদের পথে হাঁটছে। ভারতের বেশ কিছু শুভবুদ্ধিসমপন্ন মানুষও এ পথের সরিক। কিন্তু গত তিন দশকে ভারতে যেভাবে সন্ত্রাসবাদ থাবা বসাচ্ছে তা আমাকে এই ভাবনার সরিক হতে দিচ্ছেনা। যে দেশ এভাবে সন্ত্রাসে জর্জরিত তারা কি কখনও এপথে হাঁটতে পারে ? ভারতে প্রতিদিন যেভাবে সন্ত্রাসের জাল বোনা হচ্ছে সেখানে মৃত্যুদণ্ড পুরোপুরি রদের পথে হাঁটা কি সমভব? যাইহোক সুপ্রিমকোর্ট ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছে বিরলের মধ্যে বিরলতম ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড সীমাবদ্ধ রেখে।

যখন বিরলের মধ্যে বিরলতম ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বজায় রাখা হয়েছে তখন ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে দেরী করায় এবং সুপ্রিমকোর্টকে তার ব্যাখ্যা না দেওয়ার কারণে বেশকয়েকটা ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড রদ করেছে সর্বোচ্চ আদালত। ক্ষমাভিক্ষার আর্জিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাষ্ট্রপতিভবনের মতামত দেওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হওয়াতেই এই পরিস্থিতি। এই দেরীর কারণে সমপ্রতি আরও অনেক ফাঁসির আসামীর সাজা কমেছে। কেন এবং কোথায় এই দেরী তা খুঁজে দেখার দায় নিতে হবে কাউকে না কাউকে। এই তালিকায় নবতম সংযাজন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ঘাতকদের মুক্তির সিদ্ধান্ত। দেশের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ঘাতকদের প্রতি এই প্রাতিষ্ঠানিক সহানুভূতির কারণ খুঁজে পেলামনা। যারা এই ধরণের মারাত্মক অপরাধ সংগঠিত করল তাদের নিয়েও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা গর্হিত। এটা জাতীয় নিরাপত্তায় আঘাতের সামিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চূড়ান্ত অপরাধ। এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার।